গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা
ও
নির্বাচন বোর্ড এর কার্যালয়
পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন ২০২৫
সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.৯১০০.০০০.০০৮.৪৭.০০০৪.২৫.০৬

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪৩২ / ১৩ জুলাই ২০২৫

বিষয়: সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন ২০২৫ নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাবলী ও আচরণবিধি।

নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাবলী

১। তফসিলে বর্ণিত সময়ানুযায়ী প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

২। প্রাথমিক ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত বা ভোটার তালিকা হতে নাম বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হলে নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি জানাতে হবে। দাখিলকৃত আপত্তির বিষয়ে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৩। প্রার্থী ব্যক্তিগতভাবে/প্রতিনিধির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রত্যাহার করতে পারবেন। প্রতিনিধির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে চাইলে প্রার্থী কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনয়নের পত্র প্রমাণক হিসেবে দাখিল করতে হবে।

৪। ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত নেই এমন কোন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী কিংবা সমর্থনকারী হতে পারবেন না।

৫। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর তফসিলে বর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী নির্ধারিত মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা যাবে।

৬। নির্বাচন বোর্ড কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করলে উক্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

৭। নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর কোন আপত্তি থাকলে ফলাফল প্রকাশের পর তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

৮। নির্বাচনে ভোট দানের অধিকারী সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করবেন। প্রক্সির মাধ্যমে কোন ভোট দেয়া যাবে না।

৯। নির্বাচন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রত্যেক ভোটার প্রতিটি পদের জন্য একটি ভোট প্রয়োগের অধিকারী হবেন।

১০। বৈধ প্রার্থীদের মধ্য থেকে ভোটারদের সরাসরি ভোটে ০৯ (নয়)জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন। পরিচালক পদের জন্য একটি ব্যালট পেপারে একজন ভোটার মোট ০৯ (নয়)টি ভোট প্রদান করবেন। ০৯ (নয়)টি ভোটের কম বা বেশী হলে ব্যালট পেপার বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১। ভোটারের পরিচয় পত্র ব্যতীত কেহ ভোট প্রদান করতে পারবে না। প্রশাসক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়ন ভোটারের পরিচয় পত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। প্রশাসক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়ন আবশ্যিকভাবে নির্বাচনের দিন সাথে আনতে হবে। অন্যথায়, কেউ ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

১৩। মনোনয়ন ফি (অফেরৎযোগ্য):

সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর অনুকূলে নিম্নলিখিত পরিমাণ টাকা ব্যাংক এশিয়া, চলতি হিসাব নম্বর ১৫৩৩৩০০০৩৮৪, রিকাবিবাজার শাখা, হিসাবে জমা দিতে হবে।

ক্রমিক	পদের নাম	মনোনয়নপত্রের ফি (টাকা)
১.	সভাপতি	৫,০০০/- (পাঁচহাজার)
২.	সহ-সভাপতি	৪,০০০/-(চারহাজার)
৩.	পরিচালক	৩,০০০/-(তিনহাজার)

১৪। পরিচালনা পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে দাখিল করতে হবে। মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মনোনয়ন ফি পরিশোধের রিসিটের মূলকপি মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। নির্বাচন বোর্ড অফিস থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করে যথাযথভাবে পূরণপূর্বক নির্বাচন বোর্ড অফিসে দাখিল করতে হবে। (যোগাযোগের জন্য মোবাইল: ০১৬৬৮-৩৮৬১৭৬, ০১৭১৬-৬৮৮২২৩, ০১৭১৩-৪৫৮৮৮৫)

১৫। জামানত :

সকল পদের জন্য জামানত হিসেবে সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর অনুকূলে ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর অনুকূলে ব্যাংক এশিয়া, চলতি হিসাব নম্বর ১৭৩৩৩০০০৩৭৮, নিকাবিবাজার শাখা, হিসাবে জমা দিতে হবে। নির্বাচন শেষে জামানতের টাকা ফেরত প্রদান করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রদত্ত ভোটের এক-অষ্টমাংশ অপেক্ষা কম ভোট পেলে জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৬। মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় জামানতের টাকা জমাদানের রিসিটের মূলকপি মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

১৭। নির্বাচন তারিখের ১২০ দিনের পূর্বে সদস্য হয়েছেন এমন সদস্য উক্ত নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।

১৮। সিডব্লিউসিসিআই এর সাধারণ সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ নির্বাচনে ভোটার হতে ও প্রার্থীতা করতে পারবেন না।

১৯। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি সিডব্লিউসিসিআই এর নোটিশ বোর্ডে, ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

২০। নির্বাচনের ফলাফল ভোট গণনাপূর্বক প্রকাশ করা হবে।

২১। কোনো ব্যক্তি কোনো বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পরিষদের কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না অথবা কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিবাহিত না হয়ে থাকে;

(খ) ঋণ খেলাপী হন অথবা হালনাগাদ কর, ভ্যাট, শুল্ক পরিশোধ না করিয়া থাকেন;
তবে শর্ত থাকে যে, কোনো পদে নির্বাচিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঋণ খেলাপী অথবা কর খেলাপী হিসাবে তালিকাভুক্ত হবার তারিখ হতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে উক্ত ঋণ বা কর পরিশোধ না করলে উক্ত পদ শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

নির্বাচন সংক্রান্ত আচরণ বিধি:

০১। নির্বাচন উপলক্ষে মিছিল করা অথবা শ্লোগান দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

০২। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘন্টা পূর্ব হতে অর্থাৎ ২৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখ সকাল ৯:০০ টার পর থেকে সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।

০৩। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ভোট কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে প্রার্থী অথবা তার সমর্থকদের সমাবেশ, জটলা, ব্যাজ ধারণ ও পোস্টার বহন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।

০৪। নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত বিধান বহির্ভূতভাবে কোন প্রার্থী কিংবা ভোটার ভোট গ্রহণ এলাকায় অহেতুক অবস্থান করতে পারবেন না।

০৫। নির্বাচন উপলক্ষে কোন বিজ্ঞাপন প্রদান, কোন প্রকার পোস্টার, দেয়াল লিখন অথবা ব্যানার ব্যবহার করা যাবে না। তবে, নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা যাবে। একে অপরের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য, কুৎসা রটনা করা যাবে না।

০৬। ভোটারদের নিকট কেবলমাত্র সাদাকালো A4 Size এর প্রচারপত্র প্রেরণ করা যাবে, তবে কোন রকম উপঢৌকন প্রেরণ করা যাবে না।

০৭। নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ও পরিচালনায় গ্রুপভিত্তিক সকল প্রার্থীর পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান করা যাবে। প্রার্থীগণ সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোটারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। ব্যক্তিগত কুৎসা, অশালীন অথবা রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করা যাবে না। প্রার্থী পরিচিতি সভার ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন বোর্ড সকল প্রার্থীর উপর সমান হারে ফি ধার্য করতে পারবেন।

০৮। এই নির্বাচন আচরণ বিধির এক বা একাধিক বিধান লংঘিত হলে অথবা এই বিষয়ে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে নির্বাচন বোর্ড বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নির্বাচন বোর্ডের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ আপীল বোর্ডের নিকট সাথে সাথে আপিল দায়ের করতে পারবেন। আচরণবিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন বোর্ডের সুপারিশক্রমে সময়ে সময়ে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়ে আচরণ বিধি সংক্রান্ত এইরূপ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন আপিল

বোর্ড নির্বাচন চলাকালীন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন। নির্বাচন আপিল বোর্ডের সভায় শুনানী গ্রহণ করা হবে। এই শুনানীর বিষয়ে যাবতীয় নোটিশ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণা মারফত অবহিত করা হবে। নোটিশ বোর্ডে এই বিষয়ে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি একমাত্র বৈধ নোটিশ বলিয়া গণ্য হবে। শুনানী গ্রহণ শেষে আপিল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

০৯। নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ কক্ষে একই সঙ্গে প্রবেশের জন্য ভোটারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করবেন। নির্বাচন বোর্ড, নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন সহযোগী, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনী প্রার্থী এবং কেবলমাত্র ভোট দানের জন্য আগত ভোটার ব্যতীত অন্য কারও ভোট গ্রহণ কক্ষে প্রবেশাধিকার থাকবে না। প্রত্যেক প্রার্থী নির্বাচনী কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ০১ (এক) জন পোলিং এজেন্ট (অবশ্যই ভোটার হতে হবে) নিয়োগ করতে পারবেন।

১০। ভোট চিহ্ন প্রদানের জন্য নির্ধারিত গোপন কক্ষে এক সঙ্গে একাধিক ভোটারের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। ভোট গ্রহণ কক্ষের বাইরে ব্যালট পত্র নেয়া যাবে না।

১১। ভোট গ্রহণ কক্ষে সকল ভোটার, নির্বাচন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে বিধিমোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এই আদেশের বিধান লঙ্ঘন অথবা অসদাচরণ, প্রচারণা ও প্ররোচনায় লিপ্ত যে কোন প্রার্থী অথবা ভোটারকে নির্বাচন বোর্ড ভোট কেন্দ্রের এলাকা হতে বহিষ্কার করতে পারবে।

১২। নির্বাচন প্রার্থীবৃন্দ ভোট গ্রহণ এলাকা ও কক্ষে কেবল নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত স্থান /আসনে অবস্থান করতে পারবেন এবং কেবলমাত্র নির্বাচন বোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্বক একমাত্র ভোট দানের উদ্দেশ্যে ভোট প্রদান কক্ষের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিধিমোতাবেক প্রবেশ করতে পারবেন।

১৩। কোন প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে কোন ভোটারের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ ও প্রচারণায় লিপ্ত হতে পারবেন না।

১৪। একজন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

১৫। একজন প্রার্থী একই পদের একাধিক মনোনয়নপত্র জমা করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার না করলে তার একটি মনোনয়নপত্রকে বৈধ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে নির্বাচন বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

১৬। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা জাল ভোট দান কিংবা ইতোমধ্যে ভোট দিয়েছেন, এমন ভোটারের বিরুদ্ধে অথবা অন্য কোন আচরণ বিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রার্থীগণ নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট আপত্তি করতে পারবেন।

১৭। নির্বাচন বোর্ড এইরূপ দাখিলকৃত আপত্তি ও অভিযোগের সুরাহা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৮। নির্বাচন বোর্ড কিংবা নির্বাচন কর্মকর্তার নিষেধ বা সতর্কীকরণ সত্ত্বেও কোন প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে আলাপচারিতা ও প্রচারণায় লিপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে বিধান অনুসরণপূর্বক তার প্রার্থিতা বাতিল করা যাবে।

১৯। ব্যালট পত্র অবশ্যিকভাবে সংগঠনের সিল ও চেয়ারম্যান, নির্বাচন বোর্ডের স্বাক্ষরসম্বলিত হতে হবে, অন্যথায় এটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২০। ব্যালট পেপারে প্রার্থীর নামের ডান দিকের নির্দিষ্ট স্থানে সিল প্রদান করে ভোট দিতে হবে। সিল প্রার্থীর নামের নির্দিষ্ট ঘরের উপরের ও নিচের লাইন অতিক্রম করতে পারবে না।

২১। ভোটার তালিকায় ভোটার নম্বর, ভোটারের ছবি, ভোটারের নাম, তার প্রতিষ্ঠানের নাম, TIN নম্বর, ট্রেড লাইসেন্স নম্বর, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকবে। ভোটার তালিকায় প্রদত্ত ছবির মাধ্যমে ভোটার সনাক্ত করা হবে। প্রয়োজনে স্বাক্ষর যাচাই করা হবে।

২২। নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ভোটার সন্দেহাতীতভাবে যাচাইপূর্বক ব্যালটের প্রধান অংশটি সংশ্লিষ্ট ভোটারকে প্রদান করবেন এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের নামের বিপরীতে ব্যালট পত্র নম্বর লিপিবদ্ধ করে মুড়িতে ভোটারের স্বাক্ষর গ্রহণ করতঃ ভোটাধিকার প্রয়োগ রেকর্ড করবেন। একজন ভোটারকে কোন অবস্থাতেই একাধিক ব্যালট পত্র প্রদান করা যাবে না।

২৩। ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার অন্ততঃ ১৫ মিনিট পূর্বে নির্বাচন বোর্ড নির্বাচন প্রার্থীগণের (যদি উপস্থিত থাকেন) সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া শূন্যতার নিশ্চয়তার বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যালট বাক্সটি বন্ধ ও সিল করবে এবং নির্বাচন বোর্ড, প্রার্থী ও ভোটারদের নিকট দৃশ্যমান একটি উপযোগী স্থানে স্থাপন করবে।

২৪। একটি ভোট গ্রহণ কক্ষে একই সঙ্গে কোন গ্রুপের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের জন্য একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাবে না। একটি ব্যালট বাক্স পূর্ণ কিংবা আরও ভোট গ্রহণের জন্য নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট অনুপযোগী প্রতীয়মান হলে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যালট বাক্সটি সিল করে নিরাপদ ও দৃশ্যমান স্থানে সংরক্ষণ করে এর স্থলে অপর একটি শূন্য ও সীলকৃত ব্যালট বাক্সে ভোট গ্রহণ করবেন।

২৫। নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হলে ব্যালট বাক্স সিল করে নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ পুনরায় আরম্ভ না করা পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

২৬। নির্বাচন তফসীল অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত সকল ভোটার ভোট দান করতে পারবেন।

২৭। ভোট প্রদান বিধিমত সমাপ্তির পর ভোট গণনা শুরু হবে এবং সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত একটানা চলতে থাকবে। প্রার্থীগণ ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে কোন প্রার্থী ভোট গণনার সময় নিজে উপস্থিত না থাকলে নির্বাচন বোর্ডের পূর্বানুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে একজন প্রতিনিধি (অবশ্যেই ভোটার হতে হবে) নিযুক্ত করতে পারবেন।

২৮। নির্বাচন বোর্ড ভোট গণনার উদ্দেশ্যে ব্যালট বাক্স হতে ব্যালট পত্র বের করে প্রাপ্ত ব্যালট পত্রের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করে ভোট গণনা শুরু করবেন।

২৯। নির্বাচন কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল না থাকলে ব্যালট পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩০। নির্ধারিত সংখ্যক পদের অতিরিক্ত অথবা কম সংখ্যক প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হলে ব্যালট পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩১। কাটাকাটি, ওভার রাইটিং সম্বলিত অস্পষ্ট ব্যালট, নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করে পূরণকৃত ব্যালট পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩২। নির্বাচন বোর্ড বৈধ ব্যালট পত্রসমূহ হতে প্রত্যেক প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোট গণনা করে লিপিবদ্ধ করবে। এই ভোট গণনায় নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৩৩। নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ ও গণনা শেষে নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণা ও প্রকাশ করবে। তফশীল বর্ণিত সময়ের মধ্যে আপিল বোর্ডের নিকট প্রাথমিক ফলাফলের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে। নির্ধারিত সময়অন্তে নির্বাচন বোর্ড চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করবেন।

৩৪। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আচরণ বিধির পরিবর্তন/পরিমার্জন/সংশোধনের এখতিয়ার নির্বাচন বোর্ড সংরক্ষণ করে।

৩০/৭/২০২৫

হোসাইন মো. আল-জুনায়েদ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সিলেট
ও
চেয়ারম্যান, নির্বাচন বোর্ড
পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন-২০২৫
সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট
২. মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), বাণিজ্য সংগঠন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. জেলাপ্রশাসক, সিলেট
৪. উপপরিচালক (উপসচিব), স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট ও চেয়ারম্যান, নির্বাচন আপীল বোর্ড, পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন, সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
৫. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), সিলেট ও প্রশাসক, সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
৬. অফিস সচিব, সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
৭. নোটিশ বোর্ড, সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, পায়রা ৪১, দরগাহ গেইট, সিলেট ৩১০০, সিলেট